রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ বৈশাখ ১৪২৭/১১ মে ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১১৯–জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী প্রয়াত অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের সহধর্মিণী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের মা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মিসেস জাহানারা হক গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। মিসেস জাহানারা হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ বৈশাখ ১৪২৭/০৭ মে ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ বৈশাখ ১৪২৭ / ০৭ মে ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী প্রয়াত অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের সহধর্মিণী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের মা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মিসেস জাহানারা হক গত ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

মিসেস জাহানারা হক ১৯৩৪ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে, পিতা মরহুম আবদুস সামাদ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত থাকায় এবং তাঁর বদলির চাকুরির কারণে মিসেস জাহানারা হক-এর জন্ম হয় চট্টগ্রামে এবং শৈশব অতিবাহিত হয় দেশের বিভিন্ন জেলায়। ১৯৪৯ সালে সিলেট হতে মেট্রিকুলেশন এবং ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ১৯৫৭ সালে তিনি বিএ পাশ করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে মহীয়সী এই নারী সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকতায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মিসেস জাহানারা হকের ছিল দৃঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ১০ মার্চ ১৯৭১ তারিখে তিনি তাঁর স্বামী অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় চলে যান এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রস্তুত করার কাজে নিয়োজিত হন। অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলে, মিসেস জাহানারা হক তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত আরিফুল হককে সঙ্গে নিয়ে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই ত্রিপুরার আগরতলায় চলে যান। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে যে ক'জন কীর্তিমান পুরুষ ভাষা-সংগ্রাম, স্বাধিকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, খ্যাতিমান আইনজীবী অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারকার্যের শুরু থেকে অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক এই মামলার প্রধান আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী হিসাবে মিসেস জাহানারা হক তাঁকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাচরণে আজীবন অনুপ্রেরণা ও সমর্থন যুগিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি মিসেস জাহানারা হকের ছিল পূর্ণ সমর্থন। তিনি সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। আওয়ামী লীগের ক্রান্তিকালীন সময়ে তাঁর অনুপ্রেরণা ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

পারিবারিক জীবনে মিসেস জাহানারা হক ছিলেন দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জননী। উল্লেখ্য, তাঁর পুত্র জনাব আরিফুল হক রনি এবং একমাত্র কন্যা মিসেস সায়মা ইসলাম ইতোমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচর্যা, উৎসাহ ও সঠিক দিক্-নির্দেশনায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক একজন সফল আইনজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে মিসেস জাহানারা হক ছিলেন অত্যন্ত সহমর্মী, জনদরদী, সংস্কৃতি ও রাজনীতি-সচেতন। তাঁর মমতাময়ী মাতৃত্বসুলভ মনন ও আচার-আচরণ ছিল অতুলনীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিল তাঁর অটুট স্নেহের বন্ধন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।

মিসেস জাহানারা হকের মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ ও মহীয়সী নারীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা মিসেস জাহানারা হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd